পূর্বমেদিনীপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

দয়ালদাসী, মূলাখোপ, পূর্বমেদিনীপুর

উন্নত প্রযুক্তিতে খেসারি চাষ

খেসারি একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ ডাল। এর দানাতে ২২.৭ - ২৯.৬ শতাংশ অপরিশোধিত প্রোটিন থাকে। প্রচলিত ডালশস্যগুলির মধ্যে খেসারিত সবচেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে। প্রোটিনের পাশাপাশি খেসারি একটি শক্তি সমৃদ্ধ এবং খনিজ পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, লোহা ইত্যাদি সমৃদ্ধ ডালশস্য। পশ্চিমবঙ্গে হেক্টর প্রতি খেসারির গড় ফলন ১২৫৭ কেজি (সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ফলন =১৬ কুইঃ/হেক্টর) পশ্চিমবঙ্গে ৬৪ হাজার হেক্টর জমিতে খেসারি চাষ হয় এবং ফলন প্রায় ৮০ হাজার টন।

মাটি ঃ খেসারি একটি খরা সহনকারী ফসল এবং বিভিন্ন জলধারণকারী মাটিতে চাষ করা যায়। তবে নিচু অবস্থানের এঁটেল বা কাদামাটি এই ফসল চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। খেসারি লোনাও সহ্য করতে পারে কিন্তু অধিক অম্লযুক্ত মাটিতে এর চাষ ভালো হয় না।

বীজ বপনের সময় ঃ খেসারি একটি শীতকালীন ফসল। সাধারণতঃ মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর-এর মাঝামাঝি (কার্ত্তিক মাস) খেসারি বোনার উপযুক্ত সময়। ছোটো দানাযুক্ত জাতগুলি পয়রা ফসল হিসাবে ধানের সঙ্গে চাষ করা যেতে পারে এবং বড় দানাযুক্ত জাতগুলি একক ফসল হিসাবে উঁচু জমিতে চাষ করা হয় শীতকালীন ফসল হিসাবে।

বীজের পরিমাণ ঃ একক ফসল হিসাবে ৪০-৬০ কেজি/হেঃ। পয়রা ফসল হিসাবে ৮০-১০০ কেজি/হেঃ।

বীজ পরিশোধন ঃ রাইজোবিয়াম মাখানোর ৬-৭ দিন আগে ছত্রানাশক দিয়ে বীজ পরিশোধন করা উচিত। এক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজ কার্বেণ্ডাজিম + ম্যানকোজেব @ ৩ গ্রাম ছত্রাকনাশক দিয়ে পরিশোধন করতে হবে।

জীবানুসার প্রয়োগ ঃ খেসারির জন্য সঠিক জীবানুসার ব্যবহার করা উচিত। প্রতি বিঘা বীজের সঙ্গে ২০০ গ্রাম জীবানুসার মিশিয়ে লেই করে বীজে মাখাতে হবে।

জমি তেরী ঃ শুষ্ক উঁচু জমিতে যেখানে একক ফসল হিসাবে চাষ করা হয় সেক্ষেত্রে ২-৩ বার চাষ দিয়ে ভালো করে আগাছা বেছে ও মই দিয়ে জমি তৈরী করা উচিত।

সার প্রয়োগ ঃ জমি তৈরীর সময় ১০-১৫ টন জৈবসার ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। সাধারণতঃ হেক্টর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০-৪০ কেজি ফসফরাস, ১০কেজি পটাশ মূলসার হিসাবে যথাক্রমে ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং মিউরেট অফ পটাশের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। ফুল আসার সময় ২% ইউরিয়া বা ডি.এ.পি দ্রবণ স্প্রে করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বোনার দূরত্ব ঃ সারিতে বোনার দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি.। গাছ প্রতি দূরত্ব ১০ সেমি., গভীরতা ৫ সেমি.

অন্তবর্তী পরিচর্য্যা ঃ বোনার ২৫-৩০ দিনের মাথায় নিড়ানীর সাহায্যে আগাছা তুলে পরিস্কার করে দিতে হবে। ঐ একই সময়ে সবল গাছগুলিকে রেখে দুর্বল এবং বাড়তি চারাগুলি তুলে ফেলতে হবে।

জলসেচ ঃ অন্যান্য ডালশস্যের তুলনায় খেসারি অনেকাংশে খরা সহনশীল ফসল। কিন্তু শুঁটি গঠনের সময় একটি সেচ দিলে খুব ভালো ফলন পাওয়া যায়।

রোগ পোকা ঃ (ওষুধের মাত্রা প্রতি লিটার জলে)

পাতা ধসা ও গোড়া পচা ঃ আক্রান্ত গাছে মেটাল্যাক্সিল এম + ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা কপার হাইড্রক্সাইড ২ গ্রাম স্প্রে করা উচিত।

জাব পোকা ঃ কার্বোসালফান ২ মিলি. বা ইমিডাক্লোপ্রিড ০.২ মিলি. স্প্রে।

শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা ঃ অ্যাসেফেট ০.৭৫ গ্রা. বা কারটাপ ১ গ্রা. বা ইসোফেনপ্রোক্স ১ মিলি. বা ইণ্ডক্সাকার্ব ১ মিলি. স্প্রে।

ফসল কাটা ঃ পরিণত গাছের পাতাগুলি ফিকে হলুদ রঙের হয়ে শুকিয়ে গেলে ফসল কেটে নিতে হবে। দানাগুলি খোসা থেকে পৃথক করে নিয়ে ৩-৪ দিন সূর্যের আলোয় শুকিয়ে নিতে হবে। বীজে ৯-১০ শতাংশ জল থাকলে তা সংরক্ষণের উপযোগী।

পুষ্টি বিরোধী উপাদান ঃ খেসারি দানাতে বিটা-এল-অক্সালিন ডাই অ্যামিনো প্রোপিওনিক অ্যাসিড (ODAP) নামক একটি পুষ্টি বিরোধী উপাদান থাকায় ভারতবর্ষে এর চাষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। দানাতে এই পুষ্টি বিরোধী উপাদানের পরিমাণ ০.০৩-০.৪ শতাংশ। এই পুষ্টি বিরোধী উপাদানের ফলে মানবদেহে ল্যাথাইরিজম নামে একপ্রকার রোগ দেখা যায় কিন্তু বর্তমানে কম ODAP যুক্ত জাতের চাষ হচ্ছে যা ল্যাথাইরিজম সৃষ্টি করেনা।

ফলন ঃ একক ফসলের ক্ষেত্রে (লাঙল বোনা) ঃ ১৫-১৬ কুইঃ/হেঃ

পয়রা ফসলের ক্ষেত্রে ঃ ৮-১০ কুইঃ/হেঃ

উন্নত জাত ঃ (কম ODAP যুক্ত)

জাত	সময়কাল (দিন)	ফলন (কুইঃ/হেঃ)
পুমা - ২৮	১২৫-১৩৫	১২-১৪
নির্মল	১২০-১৩০	১২-১৫
প্রতীক	১১০-১১৫	১৩-১৫
রতন	১২০-১২৫	১২-১৫
মহাতেওড়া	১১০-১১৫	১৪-১৫

প্রকাশনায় ঃ ড. কৃষ্ণ কিশোর গোস্বামী
বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং প্রধান, পূর্বমেদিনীপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
প্রযুক্তিগত সহায়তায় ঃ শ্রী তরুন সরকার
বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (শস্যবিজ্ঞান), পূর্বমেদিনীপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র